দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC. 08 2001

অর্থ বরাদ্দ মেলেনি ॥ নীলফামারীতে সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী স্থবির হয়ে পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নীলফামারী থেকে ॥ নীলফামারীতে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী স্থবির হয়ে পড়েছে। ফলে চেতনা নীলফামারী নামক এ কর্মসূচীর শেষ পর্যায়ের ২ লাখ ৫৮ হাজার ৯শ' ৬১ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষ অক্ষর জ্ঞানের শিক্ষা নেয়া থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। বর্তমান সরকার এ খাতে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, গত সরকার '৯৭-৯৮ অর্থবছরে এ কর্মসূচী চালু করেছিল। এর আওতায় নীলফামারী জেলায় 'চেতনা নীলফামারী' কার্যক্রম চালু করা হয়। ঐ অর্থবছর এ জেলার ছয়টি উপজেলার ৬১ ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার মোট ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৯শ' ৬১ জন নারী-পুরুষকে নিরক্ষর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে জলঢাকা ও কিশোরীগঞ্জ উপজেলার ২১ ইউনিয়নের ৮০ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয় ৯ মাসব্যাপী। প্রথম পর্যায়ের এ কর্মসূচী সাফল্য বয়ে আনার পর এ কর্মসূচীর দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায়ের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে নীলফামারী জেলা সদরের ১৫ ইউনিয়নের ৩৯ হাজার ৯শ' ৪৮ জন পুরুষ ও ৪৫ হাজার ৫শ' ৮৫ জন মহিলাসহ ৮৫ হাজার ৫শ' ৩৩ জন। নীলফামারী পৌরসভা এলাকার ২ হাজার ৯শ' ১৫ জন পুরুষ ও ৩ হাজার ১শ' ৬৪ জন মহিলাসহ ৬ হাজার ৭৯ জন সৈয়দপুর উপজেলার ৫ ইউনিয়নের ১৫ হাজার ৭শ ৪২ জন পুরুষ ও ১৬ হাজার ৫২১ জন মহিলাসহ ৩২ হাজার ২শ' ৬৩ জন, সৈয়দপুর পৌরসভা এলাকার ৩ হাজার ২শ' ২৫ জন পুরুষ ও ৫ হাজার ৫৭ জন মহিলাসহ ৮ হাজার ৭শ' ৩২ জন, ডোমার উপজেলার ১০ ইউনিয়নের ২১ হাজার ৬শ' ৫৪ জন পুরুষ ও ২৮ হাজার ৩শ' ১৫ জন মহিলাসহ ৪৬ হাজার ৯শ' ৬৯ জন, ডিমলা উপজেলার ১০ ইউনিয়নের ২৮ হাজার ৮শ' ২৮ জন পুরুষ, ৩০ হাজার ৫শ' ৫৫ জন মহিলাসহ ৫৯ হাজার ৩শ' ৮৩ জন, কিশোরীগঞ্জ উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৫ হাজার পুরুষ ও ৫ হাজার মহিলাসহ ১০ হাজার জলঢাকা উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৫ হাজার পুরুষ ও ৫ হাজার মহিলাসহ ১০ হাজার, এবং সর্বমোট ২ লাখ ৫৮ হাজার ৯শ' ৬১ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষকে অক্ষরজ্ঞান কর্মসূচী চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সূত্র মতে, নীলফামারী জেলা প্রশাসন থেকে এ কর্মসূচী চালু করার জন্য ঢাকাস্থ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে এর খরচ বাবদ ৮ কোটি ১০ লাখ ৫৪ হাজার ৭শ' ৯৩ টাকার বরাদ্দ চেয়ে চাহিদাপত্র পাঠানো হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সরকার পরিবর্তনের ফলে জেলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের চেতনা নীলফামারীর জন্য উক্ত অর্থ বরাদ্দ বর্তমান সরকার এখনও না দেয়ায় এ জেলার উল্লিখিত নিরক্ষর নারী-পুরুষের অক্ষরজ্ঞানের ভাগ্য অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।